গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ে অংশীজনদের (Stakeholders) সঙ্গে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	শাকিলা জেরিন আহমেদ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থানঃ	ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম
সভার তারিখঃ	১৭ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সময়ঃ	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায়

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত অংশীজনদের (Stakeholders) সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি বলেন, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (APA) ও শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত করার জন্য শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চা বিষয়ে অংশীজনদের (Stakeholders) সমন্বয়ে এ সভা আহবান করা হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সমন্বয়) ও শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার তথ্যাদি উপস্থাপন করেন।

২। স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং উপস্থিত স্টেক হোল্ডারগণকে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করতে অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ জয়নুল আলম রিপন, এজিএম (অ্যাডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স), ডিজাইন টেক্স লিঃ, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা বলেন, শ্রম অসন্তোষ নিরসনে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আন্তরিকতার কোন বিকল্প নেই। মাঠ পর্যায়ে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভূমিকার তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। জনাব মোঃ শাহিন আলী, সহ সভাপতি (সেফটি কমিটি), ডিজাইন টেক্স লিঃ, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা বলেন, মালিকপক্ষের আন্তরিকতায় কারখানার সেইফটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। তবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সেইফটি কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে ভালো হবে। জনাব মোঃ আমজাত হোসেন, অফিসার (অ্যাডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স), এস সু হি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, মালিক, শ্রমিক ও সরকার পক্ষের অংশগ্রহণে এ ধরণের প্রোগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে আরও এ ধরণের প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। জনাব শাফিয়া নাজনিন, ওয়েলফেয়ার অফিসার, এস সু হি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, অনলাইনে সেইফটি কমিটির সদস্যগণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর যদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তবে তা কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, ব্যবস্থাপক (এইচ আর), মাতৃঘর লিঃ, তেতুলজোড়া, সাভার, ঢাকা বলেন, কারখানা পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শকগণের কাযক্রম সন্তোষজনক। এক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হলে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

চলমান

৩। দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ জানান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে (আইআরআই) যথাসম্ভব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে । তবে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহী হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে । শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাসহ শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে (আইআরআই) স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে । প্রশিক্ষণে শ্রম আইন ২০০৬ ও নিম্নতম মজুরী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে ;

(খ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রত্যেক কারখানার মালিকপক্ষকে যথাসম্ভব শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা হতে রির্সোস পারসন নেয়া যেতে পারে;

(গ) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী স্ব স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান করতে হবে;

(ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার উত্তম চর্চাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;

(ঙ) উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন এবং কারখানা পরিদর্শন কাযক্রম যথাসম্ভব বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধকরণ সভাসহ কারখানা পরিদর্শনের সময়ে শ্রম আইন, ২০০৬ এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; এবং

(চ) টেলিমেডিসিন সেবাসহ চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ফোন নাম্বারসমূহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে।

(ছ) দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কারখানার সেইফটি কমিটি/অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যগণকে সংযুক্ত করে নিয়মিত মতবিনিময় সভায় আয়োজন করা হবে।

৪। পরিশেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২১/১/২০২১

শাকিলা জেরিন আহমেদ
যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়